সেন্ট লূকস চার্চ দয়াবাড়ীর মাননীয় ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত বৃন্দ

1.Rev. James Bentley Monro	1891
2.Rev. Dr. Charles George Monro	1906
3.Rev. Dr. R.H. Cooper	1912
4.Rev. Jonathon Mondal	1939
5.Rev. Taran Chandra Mondal	1946
6.Rev. Daniel Sarkar	1956
7.Rev. R.N. Biswas	1959
8.Rev. Daniel Sarkar	1963
9.Rev. Baikuntho Mukherjee	1967
10.Rev. Kumud Biswas	1969
11.Rev. N.R.K. Biswas	1970
12.Rev. Sadhan Mondal	
13.Rev. Hiralal Halder	
14.Rev. R.N. Biswas	1971
15.Rev. Sadhan Mondal	1971
16.Rev. P.C. Ari	1975
17.Rev. Birendranath Mondal	1976
18.Rev. P.C. Ari	1977
19.Rev. Girendra Mondal	1981
20.Rev. Kamal Dhara	1989
21.Rev. William Prakriti Mondal	1993
22.Rev. Kamal Dhara	1997
23.Rev. Shaymal Pramanick	2001
24.Rev. Sanat Kumar Paul	2004
25.Rev. Kamal Dhara (Ast.)	2004
26.Rev. Anup Lee	2004
27.Rev. Subirlal Nath	2005
28.Rev. Kishor Mondal	2006
29.Rev. Soumen Mondal	2018
30.Rev. Partho Chandra De (Ast.)	2018-2020
31.Rev. Devid Roy	2018-2024
32.Rev. Santa Bor (Ast.)	2020-2023
33.Rev. Subir Biswas (Ast.)	2023-Present

বিশপ জেমস এডওয়ার্ড কোয়েল ওয়েলডন

রেভারেন্ড ডেভিড রায়

রেভারেন্ড সুবির বিশ্বাস

দয়াবাড়ী হাসপাতাল

দয়াবাড়ী হাসপাতাল, আরেকটি ওয়ার্ড

এই কোয়ার্টারে ডাক্তারদের হত্যা করা হয়েছিল

রোগীদের স্নানের ঘাট

রানাঘাট সেন্ট স্টিফেন্স স্কুল

রানাঘাট সেন্ট স্টিফেন্স স্কুল নতুন ভবন

Send in your contributory articles along with photographs to:
Tell It Out
Bishop's Lodge, 86 Middle Road, Barrackpore, Kolkata-700120, West Bengal, India
Office Phone No- +913325920147; Email: tellitout@rediffmail.com
+917501556971
Website: dioceseofbarrackpore.org.in
The Editor reserves the right to edit contributory articles.
Published by: The Rt. Revd. Subrata Chakrabarty, Bishop, Diocese of Barrackpore, Church of North India
Edited by: Mr. Johnson Sandip of the Diocese of Barrackpore, CNI
Printer : William Carey Press, Barrackpore

Tell It Out

The Monthly Newsletter of the Diocese of Barrackpore, CNI

Volume 49 | For private circulation only | Estd.1951 | November 2024

বিশপের পত্র ।। মহানন্দের সুসমাচার ।।

সকলকে নমস্কার জয় যীশু

"আমি তোমাদিগকে মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি, এই কারণে, সেই আনন্দ সমুদয় লোকেরই হইবে;" লূক ২:১০

আমি এই লেখনির প্রথমেই আমার প্রিয় ডায়োসিসের সকল বিশ্বাসীবর্গ, মাননীয় পুরোহিতগণ, ডিকন, অনারারী পুরোহিত, ইভানজেলিষ্ট, সকল লোকাল কমিটি, পাষ্টোরেট কমিটির সদস্য/সদস্যাদের, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানবর্গসহ, সকল Teaching & Non-Teaching Staff দের, ECমেম্বারদের ও বিভিন্ন Standing Committee মেম্বারদের, ডায়োসিসের সকল অফিস কর্মীদের ও তাদের পরিবারবর্গসহ, বিশ্বের সকল বিশ্বাসীবর্গ ও সকল বিশ্ববাসীকে শিশু যীশু বাবার নামে শুভ বড়দিনের প্রীতি শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানাই। সাধু লূকের সুসমাচার ২:১০ অনুসারে "সেই আনন্দ সমুদয় লোকেরই হইবে"। In English it says "that will cause great joy for all the people". একটা good news, কি সেই good news ? একটা শিশুর জন্ম। সারা পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে কত শিশু জন্মাচ্ছে। তাতে সারা পৃথিবীর আনন্দ কোথায় ? যে বাড়িতে ঐ শিশু জন্মাচ্ছে সেই বাড়িতে এবং আত্মীয়দের মধ্যেই আনন্দ সীমাবদ্ধ। কিন্তু এখানে যে কোন সাধারণ শিশু নয়, এক অসাধারণ শিশুর জন্ম। যে জন্ম that will cause, জগতের মহানন্দের কারণ হল এক শিশুর জন্ম। এক শিশুর জন্মে, দুইটি কারণে বা cause এ পরিবারে বা সমুদয় জগতে মহানন্দ হয় – ১। যে পরিবারে সুখ শান্তি নেই, ২। যেখানে ভালোবাসা নেই। তাই বাইবেল বলেছে যোহন – ৩:১৬ পদে **"ঈশ্বর জগৎকে এমন ভালোবাসিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন"।**

যে পরিবারে এত অশান্তি, নিরানন্দ, সমুদয় জগতে এত অশান্তি, নিরানন্দ, ঈশ্বর ভালোবেসে আপনার, আমার পরিবারে তথা জগৎকে ভালোবেসে একটি শিশু উপহার দেন, জগতের জন্যও এক শিশু উপহার দিলেন। যে কোন পরিবারে যখন শিশু জন্মায় কত আনন্দ হয়। সবাই ফোন করে এই শিশুর জন্মের কথা, আনন্দের বা সুসংবাদের দূরের কাছের আত্মীয় স্বজনদের জানানো হয়। সবাই আনন্দিত হয়, অশান্তির পরিবারে শান্তি নেমে আসে, সুখ বলে যে পরিবারে কিছু ছিল না, সেই পরিবারে সুখ নেমে আসে। কেবল এক শিশুর জন্মের কারণে। আপনি আমি যদি একটু আমাদের পরিবারের দিকে দৃষ্টি ঘোরাই দেখবো পরিবারে কত ঝগড়া চলছে, পরিবারে স্বামী-স্ত্রী এর মধ্যে অশান্তি, মারামারি, বাইরে কাজের মধ্যে কত অশান্তি, মন ভালো নেই, মেজাজ বিগড়ে আছে, এই অবস্থায় ঘরে ফেরা, এই সমস্ত অবস্থার মাঝে যখন আপনার কাছে ছোট বাচ্চাটা এলো, বা হামাগুড়ি দিয়ে এলো বা কেউ বাচ্চাটাকে এনে কোলে দিল, তখনই আপনার সব ক্লান্তি, অশান্তি, নিরানন্দ, মনের কষ্ট, বিষণ্ণতা, দুঃখ দূর হয়ে যায়, শান্তি আনন্দ, ভালোবাসায় মন, হৃদয় ভরে যায়। আরো গভীর ভাবে শিশুর জন্ম উপলব্ধি করলে আরো অনেক কিছুর উত্তর পাওয়া যায়। আমার প্রিয় জনেরা যদি একটা সাধারণ শিশুর জন্মের কারণে পরিবারে এত আনন্দ, এত শান্তি হয়। তবে এক দেবশিশুর জন্মের কারণে কত না আনন্দ সমুদয় জগতে। তাই আজ দেখুন সারা পৃথিবী জুড়ে সমস্ত জায়গায়, পরিবার থেকে মন্ডলীর মধ্যে এমনকি সেকুলার জগতেও শক্তির, ক্ষমতার, Power, Position এর লড়াই, যুদ্ধ চলছে। তারই মাঝে ২৫শে ডিসেম্বর এক শিশুর জন্মের কারণে সমস্ত জায়গায় সারা পৃথিবী জুড়ে আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ, শান্তি। আর এটা একদিনের জন্য নয়, সারা ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাস জুড়ে এই দেবশিশু যীশু বাবার জন্মদিনের উৎসব পালিত হচ্ছে, হবে। সারা পৃথিবী জুড়ে এই শিশুর জন্মের উৎসব কালে শুধু আনন্দ, আনন্দ, শান্তি, শান্তি, শান্তি। কেবল এক শিশু প্রভু যীশু বাবার জন্মের কারণে। এটাই সারা পৃথিবীর কাছে মহানন্দের সুসমাচার। আপনার পরিবারে যত উপহার আছে তার মধ্যে আপনার শিশুই শ্রেষ্ঠ gift, ঈশ্বরের দেওয়া। বাকী gift জগতের দেওয়া। তাই ঈশ্বরের দেওয়া শ্রেষ্ঠ gift কে নাড়া, চাড়া, দেখভাল করুন। আপনার পরিবার সুখে, শান্তিতে মহানন্দে ভরপুর থাকবে। নাহলে সারা জীবন চোখের জল ফেলতে হবে। লোকের কাছে শুনতে হবে নানা বিদ্রুপ, এটা কার ছেলে, ওটা কার মেয়ে ? অমুকের ! তখন খুব খারাপ লাগবে। সবাইকে আবারও আগত শুভ বড়দিন ও নতুন বছরের প্রীতি, শুভেচ্ছা, সম্মান ও প্রণাম জানাই।

আগমী নতুন বছর ২০২৫ সাল আপনাদের সকলের পারিবারিক জীবন সুখ, শান্তি, আনন্দ উৎসবে ভরে উঠুক, শিশু যীশু বাবার আলোর জ্যোতিতে।

আপনাদের সেবক

বিশপ সুব্রত চক্রবর্ত্তী
বারাকপুর ডায়োসিস
চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া

।। বড়দিনের শুভেচ্ছা বার্তা ।।

"কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে,
আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন....."

বারাকপুর ডায়োসিসের মাননীয় সকল সভ্য-সভ্যাগণ ও ডায়োসিসের সকল প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীদের, সকল কমিটির সভ্য-সভ্যাদের বড়দিনের ও নতুন বছরের প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাই। পিতা ঈশ্বর আপনাদের জীবনে আনন্দ শান্তি সুখ সমৃদ্ধি আশীর্বাদ বর্ষণ করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে থাকুন এই কামনা করি।

খৃষ্টীয় শুভেচ্ছান্তে
রেভারেন্ড ডেভিড রায়
ভাইস প্রেসিডেন্ড, বারাকপুর ডায়োসিসান কাউন্সিল
চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া

।। বড়দিনের শুভেচ্ছা বার্তা ।।

ডায়োসিসের মাননীয় সভ্য-সভ্যাগণ,

প্রভু যীশু খৃষ্টের নামে আপনাদের শুভেচ্ছা নমস্কার সম্মান ও প্রনাম জানাই। ডায়োসিসের জীবনে আমরা সকলে সহযাত্রী। আসুন ডায়োসিসের উন্নয়ণে আমরা সকলে ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব ভুলে নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করি ও তাকে সফল করতে এগিয়ে আসি। আপনাদের সুপরামর্শ সহযোগীতা সাহায্য একান্তভাবে প্রার্থনা করি। আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া ডায়োসিসের সকল প্রকার উন্নয়ণ সম্ভব নয়। বড়দিন ও নতুন আপনাদের জীবনে সুখ-শান্তি-সুসাস্থ্য সমৃদ্ধপূর্ণ হোক এই কামনা করি। আপনাদের মঙ্গল হোক।

খৃষ্টীয় শুভেচ্ছান্তে
সুকল্যাণ হালদার
সম্পাদক, বারাকপুর ডায়োসিসান কাউন্সিল

।। বড়দিনের শুভেচ্ছা বার্তা ।।

বাইবেল বলে কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মিয়েছেন তাহার নাম – "আশ্চর্য্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী, ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ"। সারা বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষের কাছে যীশু সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব। ২০২৪ সালে ২৫শে ডিসেম্বর প্রভুযীশু খ্রীষ্ট জন্ম নিক আমাদের হৃদয় মন্দিরে। এই বড়দিন ও নতুন বছর আমাদের ডায়োসিসের জীবনে, মান্ডলীক জীবনে প্রচুর সমৃদ্ধি ঘটুক। আমরা যেন সমৃদ্ধতর হয়ে উঠতে পারি ঈশ্বরের জ্ঞানে, আধ্যাত্মিকতায়, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেমে এবং একতার সূত্রে গেঁথে তুলতে পারি সকলকে।

বড়দিন ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাই। নতুন বছর প্রত্যেকের জীবনে নতুন আনন্দ ও ভালোবাসা নিয়ে আসুক এই কামনা করি।

খৃষ্টীয় শুভেচ্ছান্তে
চৈতালী মন্ডল
কোষাধ্যক্ষা, বারাকপুর ডায়োসিসান কাউন্সিল
চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া

তবে বিশপ রোনাল্ড ব্রায়ণ তাঁর লেখা বই ' All in a day's Work' এ উল্লেখ করেছেন যে ১৯৫৪ খৃ: হাসপাতাল পুনরায় চালু হয় এবং বর্তমানে এটি কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য প্রধানত প্রসূতি বিভাগ চালু ছিল। একজন ইউরোপীয় সিস্টার এবং একজন ভারতীয় ডাক্তার ও স্থানীয় কর্মীবৃন্দ যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৮-১৯৭০ খৃ: দয়াবাড়ী হাসপাতালের কিছু অংশ বিশপ ব্রায়ান ও বিশপ গরাই 'Y M C A' নামক সংস্থাকে লীজ রূপে হস্তান্তর করেন। পরবর্তী অংশ ১৯৭২ খৃ: বিশপ দীনেশ চন্দ্র গরাইয়ের দ্বারা রোমান ক্যাথলিক মিশনকে বিক্রি করার মধ্যে দিয়ে ভারতের পরম গৌরবের ও বাংলার একটি হাসপাতালকে মিশনারী ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হল। এই হাসপাতালটির করুণ পরিণতি ঘটল। ১৯৭১ খৃ: বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আবার স্মরণার্থীরা এসে রানাঘাট মেডিক্যাল মিশনের জমিতে (কুর্পাস ক্যাম্প) আশ্রয় নেয় ও CPIM পার্টির নেতৃত্বে জোর করে দখল করে নেয়, পরবর্তীতে সরকার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে কুর্পাস ক্যাম্প মিউনিসিপ্যালিটি ঘোষণা করে। রানাঘাট মন্ডলী একটি দানশীল মন্ডলী। এই মন্ডলীর সভ্য-সভ্যাদের দানে মন্ডলীর নানারকম উন্নয়নশীল কর্মকান্ড ধারাবাহিক ভাবে চলে আসছে। শ্রীমতি রোজি গনসালভিসের (চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের প্রাক্তন মেট্রোন) আর্থিক দানে চার্চের পাশের বারান্দা বাড়ানো হয়। গীর্জার চূড়ার নির্মাণ মন্ডলীর সভ্য-সভ্যাদের দানে নির্মিত হয়। তেমনি শ্রী তপন মন্ডলের আর্থিক দানে গীর্জার মুক্ত মঞ্চ তৈরী হয় এবং তিনি জলতোলার মোটর সহ জল ব্যবস্থার খরচ বহন করেন। গীর্জার বৈদ্যুতিক আলোর সরবরাহ যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য ডেভিড কল্যান মন্ডল বড় জেনেরেটর দান করেন। সুবোধ মন্ডলের স্মরণে তার পরিবার চার্চের ভিতরে ঝাড়বাতি দান করেন। শ্রীমতি প্রনতি বিশ্বাস তার দুই পুত্র'র স্মরণে দুটি ঝাড়বাতি দান করে গীর্জার অভ্যন্তরে শোভা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। এছাড়াও ধন্যবুধবার মহাসভা বহুবার অনুষ্ঠিত হয়েছে যেমন – ১৯৬৬, ১৯৭৩, ১৯৮২, ১৯৯৪, ২০০১, ২০০৬, ২০১৩। ১৯৭২ খৃ: রানাঘাটে অনুষ্ঠিত সভার উদ্বৃত্ত ৮০০ টাকা গীর্জার ঘন্টাঘর তৈরীতে ব্যয় হয়। ১৯৯৪ খৃ: সভার উদ্বৃত্ত টাকা থেকে বালিউড়া গীর্জার জন্য মাইক সেট দেওয়া হয়। রানাঘাট গীর্জার প্রাচীর গেট ও গীর্জার সামনে কাজে ব্যয় করা হয়। ২০০১ খৃ: সভার উদ্বৃত্ত টাকা থেকে গীর্জার বর্তমান সুদৃশ্য বারান্দা ও বারান্দার ছাদ নির্মিত হয়। একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা হল ১৯৮২ খৃ: রানাঘাট মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই বছরে তৎকালীন বারাকপুর ডায়োসিসের মহামান্য বিশপ ড. দীনেশ চন্দ্র গরাই, রেভারেন্ড বিমান বিহারী মন্ডলকে ডিকন পদে ও রেভারেন্ড অচল নাড়ুকে পূর্ণ পাদরী পদে অভিষিক্ত করেন। দীর্ঘদিন পরে রানাঘাট পাদরী কোয়ার্টারের সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে। ঐ কোয়ার্টারের উপরে একটি গেস্ট হাউস হয়েছে। এছাড়া বর্তমান ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত রেভারেন্ড ডেভিড রায়ের উদ্যোগে ও পাস্টোরেট কমিটি এবং মন্ডলীর অন্যান্যদের সহযোগিতায় গীর্জার পাশের জমি ও পুরানো বাড়ি সংস্কার করে চলতি বছরে সেন্ট স্টিফেন্স স্কুলের প্রাইমারী বিভাগটিকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।রানাঘাট গীর্জা সংলগ্ন জমি সরকার রাস্তার জন্য অধিগ্রহণ স্বরূপ ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দিয়েছে। ঐ টাকা পুরোটাই ডায়োসিসে পাঠানো হয়েছে। এই মন্ডলীর বিশেষ স্মরণীয় মহিলা ছিলেন স্বর্গীয় অধ্যাপিকা সান্ধ্যশশী মুখোপাধ্যায়, যিনি বহরমপুর বি. এড. কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন এছাড়াও আরো দুটি কলেজের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অবসর জীবনে তিনি কলিকাতার পার্ক সার্কাসে থাকতেন এবং বিশপ'স কলেজে বেঙ্গল থিওলজিক্যাল লিটারেচার কমিটির সদস্যা ছিলেন। তিনি অনেক ইংরাজী থিওলজি বইয়ের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন, যেগুলি বাইবেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সহায়ক হয়েছিল।

দয়াবাড়ী পাস্টোরেটের বর্তমান চিত্র

দয়াবাড়ী পাস্টোরেটের অন্তর্গত দুটি মন্ডলী, সাধু লূকের মন্ডলী ও অপরটি সাধু আন্দ্রিয়র মন্ডলী দেবগ্রাম। দুটি মন্ডলী মিলিয়ে প্রভুরভোজ গ্রাহীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮৭৫ ও ৩০ জন। লোকসংখ্যা প্রায় ১১৫০। সাধু লূক মন্ডলীর চার্চটি ৩৪ নং জাতীয় সড়কের গায়ে, জাতীয় সড়ক চওড়া হওয়াতে বেশ অনেকখানি জমি চলে যায়। পাশের মিশনারী ঘর মেরামত করা হয়েছে ও একদিকে প্রাচীর দেওয়া হয়েছে যার খরচ ডায়োসিস বহন করেছে।মন্ডলীর চলে যাওয়া জমির পরিমাণ ০.৬০৭৫ একর। মন্ডলীতে মহিলা সমিতি, ইউথ ও সান্ডেস্কুল সক্রিয়ভাবে চলছে। তারা মন্ডলীর সমস্ত উদ্দীপনার কাজে অংশগ্রহণ করে এবং মন্ডলীতে হস্তার্পন, বাপ্তিস্ম এবং বিয়ে নিয়ম মাফিক চলছে।

রেভারেন্ড জেমস বেন্টলি মনরো

জেমস বেন্টলি মনরো ১৮৩৮ খৃ: ২৫শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এডিনবার্গে। পিতার নাম জর্জ মনরো, তিনি পেশায় একজন সলিসিটর ছিলেন। মনরো এডিনবার্গ হাইস্কুলে পড়াশোনা করেন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন প্রথমে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তারপরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে।১৮৫৭ খৃ: তিনি যোগ দেন দ্য লীগাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিশএ। তিনি বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে অত্যন্ত সফলতার সাথে বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং পদে ছিলেন, যেমন – অ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেট, কালেকটর এবং জেলা জর্জ, পরবর্তী সময়ে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির তিনি ইনসপেকটর জেনারেল অফ পুলিশ হন। ১৮৬৩ খৃ: মনরো বিবাহ করেন রুথ লিটিলজন নামের এক মহিলাকে। ১৮৫৮ খৃ: সিভিল এবং সেশন জর্জ ছিলেন বাংলার। ১৮৭৪ খৃ: তিনি বাংলার ইনসপেকটর জেনারেল হন। ১৮৭৭ খৃ: একটি ডিভিশনের কমিশনার হন। ১৮৮১ খৃ: তিনি চরম ভাবে লর্ড রিপনের স্বায়ত্ত শাসন বিষয়ক নীতির বিরোধিতা করেন এবং ১৮৮৩ খৃ: পদত্যাগ করেন। ১৮৮৪ খৃ: মনরো ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিশ থেকে পদত্যাগ করেন ও ব্রিটেনে ফিরে যান। তিনি লন্ডন শহরের প্রথম অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার (ক্রাইম) পদে যোগ দেন। এরপরে তিনি কমিশনার অফ পুলিশ অফ দ্য মেট্রোপুলিশ এর দায়িত্ব সামলান ১৮৮০ খৃ: থেকে ১৮৯০ খৃ: পর্যন্ত।মনরোর জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান এলো এবং তাঁর জীবনের আর একটি নতুন অধ্যায় সূচিত হল শুধু তাই না তিনি একটি মহান আদর্শ রেখে গেলেন বঙ্গবাসীর জীবনে। সেটি হচ্ছে এই যে ১৮৯০ খৃ: মনরো ভারতে ফিরে এলেন পুনরায়, তবে প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে নয় তবে ঈশ্বরীয় দায়িত্ব নিয়ে। এবার এলেন একজন মিশনারী রূপে। তিনি বেছে নিলেন বাংলার নদীয়া জেলার রানাঘাট অঞ্চলকে। এখানেই তিনি তাঁর মেডিক্যাল মিশনের কাজের সূত্রপাত করেন।১৯০৬ খৃ: তিনি মিশনারী কাজ অবসর নেন এবং ইংল্যান্ডে ফিরে যান। অবসর জীবনে তিনি বাস করতেন চিসউইকে। এই মহান মিশনারী প্রভুতে নিদ্রিত হন ১৯২০ খৃ: ২৮শে জানুয়ারী।

রেভারেন্ড ডা: চার্লস জর্জ মনরো

রেভারেন্ড ডা: চার্লস জর্জ মনরো জন্ম ১৯শে আগষ্ট ১৮৬৮ খৃ: কলিকাতাতে। পিতা জেমস মনরো, মাতা রুথ লিটলজন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ কলিকাতাতে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন ইংল্যান্ডে। সেখানে তিনি চিকিৎসা বিদ্যাতে ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পিতার আদর্শ অনুসারে তিনি রানাঘাট মেডিক্যাল মিশনে যোগ দেন। ১৯০৬ খৃ: চার্লস রানাঘাট হাসপাতালকে ঢেলে সাজান এবং তৎকালীন সময়ে আধুনিকতা দান করেন। বিদেশ থেকে নার্স মিশনারীদের পদার্পণ ঘটে। চার্লসের কর্মকুশলতায় রানাঘাট হাসপাতালের নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। চার্লস একজন জনপ্রিয় ডাক্তার রূপে খ্যাতি অর্জন করে। বাংলা ছাড়িয়ে তার নাম সারা ভারতে চর্চিত হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকার তার প্রশংসা করতে থাকে। রানাঘাট মেডিক্যাল মিশন সারা ভারতে তৎকালীন সময়ে মডেল হাসপাতাল রূপে নিজের জায়গা করে নেয়। বিভিন্ন সংবাদ পত্রে তার বিষয়ে আর্টিকেল প্রকাশ হতো। চার্লসের জন্য রানাঘাট ইংল্যান্ডে কৌতূহলের স্থান হয়ে ওঠে। চার্লসের জন্য রানাঘাট মেডিক্যাল মিশন Grace of House (দয়াবাড়ী) ইংল্যান্ডের মিশনারীদের কাছে ও চার্চ মিশনারী সোসাইটির পরম গৌরবের মিশন হয়ে ওঠে। রানাঘাটের স্বর্ণ যুগের সূচনা হয়। চার্লস শুধু হাসপাতালের সুপার ছিলেন না, তিনি মন্ডলীরও ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত রূপে মন্ডলীর উন্নয়নে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। রানাঘাট অধীনস্ত কাঁচড়াপাড়া ও অন্যান্য মন্ডলী গুলির দেখভাল করতেন। , মোবাইল ডিসপেনসারী চালাতেন। অপারেশন করতেন। তার ডাকে ইউরোপীয় ডাক্তারগণ রানাঘাটে যোগ দেন। দীর্ঘ ৬ বছরের কর্মজীবনে তিনি রেল ইঞ্জিনের মত মিশনকাজ পরিচালনা করেছিলেন। ১৯১২ খৃ: তিনি অবসর নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। বৃটিশ সরকার তার অবদানকে সম্মান ও স্বীকৃতি জানিয়ে 'ভিক্টোরিয়া ক্রুশ' সম্মান প্রদান করেন। তিনি স্যার উপাধি পেয়ে হন স্যার চার্লস জর্জ মনরো। এই বিখ্যাত মিশনারী ২১ নভেম্বর ১৯২৭ খৃ: ৫৯ বছর বয়সে লন্ডন শহরে স্বর্গ প্রাপ্ত হন।

হাসপাতাল কোয়ার্টার

বয়েজ হোম

হাসপাতাল চ্যাপেল

আটাশ হাজার আউট পেশেন্ট এসেছিল। এর মধ্যে ৪৯ জন হাসপাতালে ভর্তি হয় চিকিৎসার জন্য। এই মিশনের সঙ্গে যুক্ত করা হয় একটি স্কুল খোলার মধ্য দিয়ে এবং রবিবারে উপাসনা ও বাইবেল ক্লাস শুরু হয়। এখানে একটি ছোট গ্রামীন খৃষ্টীয়ান অঞ্চল গড়ে ওঠে মনরোর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। এই হাসপাতালের নাম দিলেন 'House of Grace' বা বাংলায় 'দয়াবাড়ী' নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ঐ অঞ্চলে। ১০০০ রোগীকে বহির্বিভাগে দেখার জন্য 'ওয়েটিং শেড' তৈরী করা হয়। অপারেশনরুম এবং স্টোরহাউস সহ ৪০টি বেডের রুম যুক্ত নতুন হাসপাতাল ভবনটি গড়ে ওঠে। অবিবাহিত পুরুষ কর্মীদের জন্য ছিল আলাদা থাকার স্থায়ী ব্যবস্থা। মহিলাদের জন্যে ছিল আলাদা থাকার ব্যবস্থা যেটি যুক্ত ছিল মিশন স্কুলের শিশু ও বালিকা বিভাগের সাথে৷ পাশাপাশি তৈরী হয় ৭টি বাংলো ও ৪৪টি রুম যেখানে মিশন কর্মচারীদের থাকার সুব্যবস্থা হয় এবং একটি চ্যাপেল তৈরী হয়। সম্ভবত চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল এবং এই টাকা দান করেছিলেন বিভিন্ন বিদেশী বন্ধুবর্গ। হাসপাতালের ক্রমবৃদ্ধি ঘটার জন্য ১লা জানুয়ারী ১৯০৬ খৃ: মনরো রানাঘাট মেডিক্যাল মিশনের পরিচালনার ভার তুলে দেন সম্পূর্ণভাবে চার্চ মিশনারী সোসাইটি কর্তৃপক্ষের হাতে। সোসাইটির পক্ষে এই দায়িত্ব পান রেভারেন্ড চার্লস জর্জ মনরো, সিনিয়র ডাক্তার রানাঘাট মেডিক্যাল মিশন। ইনি ১৯০৬ থেকে ১৯১২ খৃ: পর্যন্ত ইনচার্জ হিসেবে মেডিক্যাল মিশন সুযোগ্যতার সাথে পরিচালনা করেন। চলতি ১২ থেকে ১৩ বছরের মধ্যেকালীন মেডিক্যাল মিশনের যে তথ্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, হাসপাতালের তীব্র জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। হাসপাতালের নাম বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক রোগীরা আসতে থাকে। ডাক্তার ও নার্সদের সেবাকারী মানসিকতার জন্য 'খৃষ্টান' শব্দের গৌরব বৃদ্ধি হয়েছিল। হেড কোয়ার্টার ডিসপেনসারির বহির্বিভাগে ২,৫০,০০০ রোগীর চিকিৎসা হয়। এছাড়া ১,০০,০০০ বহিরাগত, ৩০,০০০ রোগী এসেছিলেন। বিভিন্ন স্থানে মেডিক্যাল ক্যাম্প করা হত তখন সেই স্থানের মোট রোগীদের সংখ্যা এটি। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন ২০০০ হাজার রোগী৷ রানাঘাটের নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই মহৎকাজের জন্য যার সূচনা করেছিলেন জেমস মনরো এবং তার পরিবার। ১৯১২ থেকে ১৯৩৯ খৃ: পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় এলাকার একান্ত আপনজন রেভারেন্ড ডা: আর এইচ কুপার। যিনি কুপার সাহেব নামে খ্যাত ছিলেন৷ বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য আসতে লাগল। কুপার হাসপাতালটিকে মেডিক্যাল কলেজে রূপান্তরিত করতে চাইলেন। তাই তিনি রানাঘাটের অন্যপ্রান্তে প্রচুর জমি কিনলেন যার পরিমাণ ছিল কয়েকশো একর৷ ওনার অবসরের পর ডা: হ্যাট হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত হন। ১৯৪৭ খৃ: এর মধ্যে রানাঘাট হাসপাতাল বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বড় হাসপাতালে পরিণত হয়। দুজন মিশনারী ডাক্তার (পুরুষ) এবং চারজন মিশনারী সিস্টার নার্স তারা চিকিৎসার সেবা দিতেন। দীপ্তি প্রকাশ মন্ডলের বই থেকে পাই "দয়াবাড়ীর ওপর ঈশ্বরের 'দয়া' তখন অজস্র ধারায়৷ দূরদূরান্ত থেকে অনেকেই আসতেন এখানে চিকিৎসার জন্য। দয়াবাড়ীর গন্ডী তখন ডাক্তার নার্স এবং অন্যান্য কর্মচারীতে একেবারে জীবন্ত। ডাক্তার হ্যাট্, ডাক্তার লেক্, ডাক্তার বার্কভিচ্, ডা: কুপার প্রমুখ প্রথিত-যশা ডাক্তার, সিস্টার ও পি. সিস্টার সেটফোর্ড, সিস্টার ল' এর মত উৎসর্গীপ্রাণা সেবিকাদের নেতৃত্বে খৃষ্টের আরোগ্যকারী শক্তি রোগীরা লাভ করে ধন্য হতেন। এছাড়া বেগোপাড়ায় শান্তিবাবু, অটলবাবু মন্ডলপুকুরে ভক্ত মন্ডল ও রাণাঘাট স্টেশনের ডাক্তার সত্যরঞ্জন দে প্রমুখ গৃহী নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে এসে বাবা পৌরহিত্য জীবনে যথেষ্ট প্রেরণা ও উৎসাহ পান৷ রাণাঘাট প্যারিশের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচড়াপাড়া ও কল্যাণীর (চাঁদমারী) তত্ত্বাবধানও তাঁকে করতে হত। এছাড়া এখন বাংলাদেশে যুগিন্দা ও পাল্লাদহও তাঁর পালকীয় পরিচর্যার মধ্যে ছিল। দয়াবাড়ী হাসপাতালে রোগী দেখাবার জন্য অনেকেই আসতেন আর তাদের অনেকের আতিথেয়তা এবং হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারে বাবাকেই সাহায্য করতে হত। ছোটবেলায় প্রায় দিনই কোন না কোন জনকে আমাদের বাড়ীতে দেখতাম৷ বাবা খুব খুশি হতেন এদের আপ্যায়ন করতে কিন্তু তার চাপটা গিয়ে পড়ত 'মা'র রান্নাঘরে এবং বাবার পকেটে৷ বাবার তখন মাসিক বেতন ষাট (৬০) টাকা। এ প্রসঙ্গে বাবাকে লেখা সিস্টার 'ওপি'র একটা চিঠি বাবার বাক্সে মৃত্যুর পর পেয়েছি, চিঠিটা নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্ট চার্চ থেকে ২৮-২-৬২ তারিখে লেখা, তার থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "My dear Jonathan Babu, Please excuse me for writing a note in English. আজকাল Bengali লিখিতে গেলে অনেক ভুলিয়া যাই এবং ভুল হয়৷ সত্য বুড়ি হইয়া গিয়াছি৷ আশা করি যে আপনারা সকলে ভাল আছেন এবং এত কষ্টের সময় কোনরকমে ঈশ্বর সব অভাব পূর্ণ করিয়া দেন। আমার মনে হয় যে কত বৎসর আগে যখন আপনারা দয়াবাড়ীতে ছিলেন কত Carefully সাবধান করে ঘরের খাওয়া-দাওয়া সময় অতিথি দুইজন আইল৷ কি হইল ? আপনি এবং বৌমা (বিভার মা) বলেন নাই, খান নাই, এবং কিছু বলেন নাই। এই সুন্দর ব্যবহার আমার মনে খুব লাগিল, কখনও ভুলিব না। ঈশ্বর সত্য আপনাদের অভাব পূর্ণ করিবেন৷ আমার প্রেম আপনার Wife কে। I send my loving greetings to all the family and to you my Christian. নমস্কার & প্রণাম, Verenne Opie." এরপর থেকে সিস্টার 'ওপি' কোন রোগীর আত্মীয় দুপুর বেলায় আমাদের বাড়ী আসতে চাইলেই তাকে বারণ করে দিতেন, প্রয়োজন হলে নিজেই পয়সা দিয়ে হোটেলে পাঠিয়ে দিতেন। রানাঘাটে থাকার সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আমরা ছয় ভাইবোন বাড়ীতে, দাদা তখন যুদ্ধের সুবাদে কাঁচড়াপাড়া A.R.P. – তে কাজ পেয়েছে; খুব ভোরের ট্রেনে কর্মস্থলে যেতে হত – বাড়ীতে ঘড়ি নেই গীর্জার 'ভেষ্টি'তে যে দেওয়াল ঘড়ি সেটাই একমাত্র ভরসা। প্রত্যেক দিন বাবা রাত ৩ টে থেকে ৪ টের সময় উঠে সেখানে গিয়ে সময় দেখে আসতেন। ডাক্তার হ্যাট্ বাবাকে সকল কাজে খুব উৎসাহ দিতেন এবং পুরোহিত হিসাবে খুব সম্মান করতেন৷ তখন চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ- কলকাতা থেকে লোক পালিয়ে আসছে। ট্রেনে তিলধারনের স্থান নেই, কাঁচড়াপাড়ায় বরোদা পান্ডে আটকে পড়েছেন। রেভারেন্ড মিলফোর্ড ও বাবা এঁদের সঙ্গে এক সঙ্গে সাইকেলে রানাঘাট চলে এসেছেন৷ বরোদাবাবু আমাদের বাড়ি আশ্রয় পেয়েছেন – বাবার মৃত্যুর পর বরোদাবাবু সে ঘটনা লিখে জানিয়েছেন সান্ত্বনা চিঠিতে৷ রানাঘাটে দশ বছর পৌরহিত্যের পর বাবা চাপড়া প্যারিশে বদলী হন ১৯৪৬ সালে; ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল, তার প্রভাব মন্ডলীর জীবনেও নানা পরিবর্তন আনল৷ দেশবিভাগের আগে থেকেই বাংলাদেশের দাঙ্গায় মুসলিমদের দ্বারা বিতাড়িত বহু সহায় সম্বলহীন হিন্দু রানাঘাটের রাস্তায় রাস্তায় আশ্রয় নেয়৷ তাদের মধ্যে এই মিশনারীরা প্রচুর খাদ্য ও অর্থ সাহায্য করেন। সে সময় টলমল ভারত সরকারের এদের দিকে অর্থাৎ উদ্বাস্তুদের সমস্যা নিয়ে মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না৷ তাঁদের চেষ্টায় বহু উদ্বাস্তু বেঁচে যায় অনাহার ও রোগ থেকে৷ কিন্তু মানুষ হল যুডাসের মত অকৃতজ্ঞ৷ এদের কিছু উদ্বাস্তু যুবক টাইফয়েডে মরণাপন্ন হয়। মিশনারীরা তাদের তুলে এনে হাসপাতালে চিকিৎসা করে বাঁচান। সিস্টার লি ও পারসিভাল মায়ের মত নিজেদের হাতে তাদের মলমূত্র পরিষ্কার করে তাদের সেবা করেন দিন রাত্রি। সুস্থ হলে, বাড়ি যেতে বললে তারা আশ্রয় ও কাজ প্রার্থনা করে মিশনারীদের কাছে, কারণ তাদের আশ্রয়ও নাই, কাজও নাই। মিশনারীদের যদিও টানাটানিতে চলছিল এবং কর্মচারীও বাড়তি ছিল তবুও দয়াপরবেশ হয়ে তাদের হাসপাতালের কাজে নিয়োগ করেন। এরপরে পশ্চিমবঙ্গে নাস্তিক কমিউনিস্টদের উত্থান হয়৷ হাজার টুকরো ভারত এক করে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে মানুষ করেছে যে ইংরেজ তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ায়, মিশনারীদের বিরুদ্ধেও তারা প্রচার করতে থাকে। ঐ হাসপাতালের কর্মচারীদের বিশেষ করে ঐ উদ্বাস্তুদের ভিতর বিদ্রোহ ছড়ায় ও ধর্মঘট করেও বেশি মহিনার দাবী করতে বলে। কিন্তু মিশন চলে ভিক্ষার টাকায়। এছাড়া স্বাধীনতা পর্যায়ের দোরগোড়ায় বহু মিশনারীরা ইউরোপে ফিরে যেতে থাকে তাই একটা অস্থির অবস্থা মিশন কাজে ভীষণ প্রভাব ফেলেছিল। যার জন্য বিদেশ থেকে আর্থিক সাহায্য আসার পরিমাণ কমতে থাকে ও তার ফলে সারা ভারতে মিশনারী সেবাকাজে আর্থিক সংকট ভয়ংকর ভাবে দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সারা ইউরোপেও তখন এক আর্থিক সামাজিক সংকটের মধ্যে দিয়ে চলছিল। মিশনারীরা ধর্মঘটীদের দাবী মানতে অপারগ হন৷ তখন ঐ উদ্বাস্তু যুবকদের নেতৃত্বে ধর্মঘট আরম্ভ হয়। ডাক্তার ও সিস্টাররা নিজেরা অমানুষিক পরিশ্রম করে চালাতে লাগলেন হাসপাতাল। যে কমিউনিস্ট উকিল কর্মীদের উস্কেছিল তার স্ত্রী যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিল তখন অধ্যক্ষ ডাক্তার হ্যাট্ নিজের রক্ত দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে ছিলেন। ঐ গ্রুপের রক্ত আর কোথাও পাওয়া যায়নি। কিন্তু নাস্তিক, ঘৃণাবাদীর কাছে কৃতজ্ঞতা আশা করা বৃথা। সে সময়ে কংগ্রেস পার্টির লোকদের চেষ্টায় এক সালিশি সভা হয়। সেখানে স্থির হয় যে বেশি বেতন দেওয়া সম্ভব নয়। ধর্মঘটীরা কাজে যোগ দিতে চাইলে ঠিক হয় যে ধর্মঘটের নেতাদের ছাড়া আর সবাইকে কাজে নেওয়া হবে। হাসপাতালে বাকি কর্মীরা যোগ দিল৷ বরখাস্ত ধর্মঘটী নেতাদের তখন যুডাস স্বরূপ ডাক্তার প্রভাত আলি উস্কানি দিল। সে ঐ মিশনারীদের ডাক্তারী শিখে ঐ হাসপাতালে কাজ করত। যদিও তার সেই সেবার প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা ছিল না তবুও হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার ও প্রধান পদ – ক্ষমতার প্রতি লোভী হয়ে ওঠে। তা না পাওয়ায় সে মিশনারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল৷ সে এবং বরখাস্তরা চক্রান্ত করল যে বিদেশী মিশনারীরা আমাদের দেশে কেন থাকবে, ইংরেজ ডাক্তার ভারত ছাড়ো না হলে মৃত্যু। স্বাধীন দেশ স্বাধীন ভারতের একটা মিথ্যা দেশাত্মক আবেগ ছড়ানোর চেষ্টা করে যখন বিফল হয় তখন তারা মিশনারী ডাক্তারদের হত্যার পরিকল্পনা করে। যখন মিশনারীরা খাওয়ার টেবিলে বসবে এক সাথে তখন ওদের গুলি করে মারতে হবে৷ডাক্তার আলি হত্যাকারীদের বলল যে ঘরের দেওয়ালে গুলিভরা বন্দুক ঝুলিয়ে রাখবে। ওরা ঘরে ঢুকে ঐ বন্দুক নিয়ে গিয়ে গুলি করবে৷ তাই হল৷ ডাক্তার হ্যাট্, ডাক্তার আর্চার, ডাক্তার পরসিভাল, সিস্টার লি প্রায় সাথে সাথে মারা গেলেন ২২শে নভেম্বর ১৯৪৭ খৃ:। আরও আহত কয়েকজন অবশ্য চিকিৎসার পরে সুস্থ হলেন৷ কিন্তু হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেল। পুলিশ এসে কেস করল কিন্তু, ঐ হত্যাকারীরা পালিয়ে বেড়াতে লাগল৷ মিশনারীরা তো খৃষ্টের নির্দেশ মেনে ওদের ক্ষমাই করে দিয়েছেন সেজন্য এদের শাস্তি দেওয়ার কোন উদ্যোগ নিলেন না৷ পুলিশও আর চেষ্টা করলনা। কিন্তু পলাতকরা চরম দুঃখ দুর্দশার মধ্যে পড়ল৷ শেষে ওদের কয়েকজন ৮০ মাইল দূরের জিয়াগঞ্জে লন্ডন মিশন হাসপাতালের মিশনারীদের কাছে এসে ক্ষমা ভিক্ষা ও সাহায্য প্রার্থনা করে৷ তাঁরা ওদের আবার আশ্রয় ও কাজ দিলেন। ওদের মধ্যে বিমল মালাকারকে তাঁরা ইংল্যান্ডে ডাক্তারী পড়তে পাঠায়। সেখানে ডাক্তারী শিখে সে ওখানে এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করে সেখানেই থেকে যায়। কিছুদিন পরে তার চেতনা হয়, যে সেবা কাজের যোগ্যতা পেতে তাকে পাঠানো হয়েছিল তা করতে হবে। তখন বিমল মালাকার বাংলাদেশের রাজশাহী লন্ডন মিশনের হাসপাতালে কাজে যোগ দেন ও শেষে কর্ণধাররূপে মৃত্যু পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন৷ ডাক্তার প্রভাত আলি যিনি এই ঘৃন্য হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিলেন তিনি প্যারালিসিস রোগে আক্রান্ত হন ও তাঁর মৃত্যু হয়। কেননা জীবনদশাতে তাকে সকলে ঘৃণা ও ধিক্কার জানাত। কেননা একজন সমাজসেবী ডাক্তার হয়ে সে কি করে মিশনারী ডাক্তারদের হত্যালীলায় মেতে উঠেছিল। তাঁর খৃষ্টান স্ত্রী সর্বসমক্ষে তাঁর স্বামীর অপরাধ স্বীকার করতেন৷ ১৯৪৭ খৃ: দেশ স্বাধীন হয় কিন্তু প্রচুর উদ্বাস্তুরা এসে মেডিক্যাল কলেজের জন্য কেনা জমিতে তারা বসে যায় বিভিন্ন দিকে। তৈরী হয় আর্মি ক্যাম্প৷ পরে লোক মুখে এটা কুপার সাহেবের ক্যাম্প ও ছোট হয়ে পরে কুপার্স ক্যাম্প হয়ে যায়। একবছর হাসপাতাল বন্ধ থাকার পরে পুনরায় চালু হয় এবং যোগ দেন মিস ওপি, ডা: শ্রীমতি ঘোষ এই দুই স্মরণীয় মহিলা আবার পূর্ণ উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ শুরু করেন।

।। বড়দিনের শুভেচ্ছা বার্তা ।।

বারাকপুর ডায়োসিসের ট্রাস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে বিশ্বাসীবর্গকে শিশু যীশুর নামে শুভ বড়দিনের প্রীতি শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানাই।

যীশুর জন্ম ২৫শে ডিসেম্বর এই দিনটি আকারে বা ঘন্টায় "বড়" নয়৷ কিন্তু এই দিনটি "বড়" কারণ এর মহিমা বা গৌরব অনেক গভীর। যীশুর জন্ম বা মানব জাতির জীবনে এক মহা আশীর্বাদ। তিনি জন্মেছিলেন বলেই আমরা আর মৃত্যু ভয় করি না তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন বলেই আমরা আনন্দ করি। কারণ আমরা স্বর্গের সন্তান৷ লূক ২:১৪ বড়দিন আমাদের ত্যাগের বিষয়ে শিক্ষা দেয়, বড়দিন আমাদের প্রেমের বিষয়ে শিক্ষা দেয়, বড়দিন আমাদের শান্তি ও আনন্দ দান করে৷ এই আনন্দ উৎসব উজ্জ্বল ও মঙ্গলময় হোক, আপনার সমস্ত ইচ্ছা ও স্বপ্ন সত্য হোক এবং আপনি সারা বছর এই সুখ অনুভব করুন৷ শুভ বড়দিন !

রেভারেন্ড ড. সুরজিৎ সরকার
সম্পাদক, বি.ডি.টি.এ
বারাকপুর ডায়োসিস
চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া

।। বড়দিনের শুভেচ্ছা বার্তা ।।

প্রভুতে প্রিয়জন,

সকলকে আমার এই নববর্ষের প্রাক্কালে ও শত কাজ ও শত ক্লান্তির মাঝে এই খ্রিস্টমাস এর আনন্দ উৎসবের গন্ধ যেন দূর করে দেয় সমস্ত ক্লান্তি আর মলিনতাকে।

Tell It Out এর মত মাসিক পত্রিকার সকল নিয়মিত পাঠক ও সদস্যকে পবিত্র শুভ বড়দিনের একরাশ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইলো। এই ক্রিসমাস এর বিশেষ মুহূর্ত, উষ্ণতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা সুখে পূর্ণ হোক৷ কাছের ও আপনজনদের এবং আপনাকে বড়দিনের সমস্ত আনন্দ এবং একটি সুন্দর বছরের কামনা করছি। উষ্ণ অভিনন্দন এবং আগামী বছরের সুখ এবং সৌভাগ্যের জন্য সর্বশক্তিমানের নিকট এই মিনতি করি৷ আমাদের প্রিয় যীশুকে আবারও আমাদের জীবনে স্বাগত জানাই এবং তিনি আমাদের চারপাশের সকলের কাছে যে ভালোবাসা এবং স্নেহ এনেছিলেন তা আমরাও যেন ছড়িয়ে দিই। ঈশ্বরের প্রেমের আলোতে আপনার আনন্দময় এবং উজ্জ্বল জীবন কামনা করছি।

ধন্যবাদ
মঞ্জুর হালদার
সম্পাদক, (গভর্নিং বডি অফ দ্য ফাউন্ডার বডি)
বারাকপুর ডায়োসিস, চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া

।। বড়দিনের শুভেচ্ছা বার্তা ।।

Merry Christmas & Happy New Year

As we celebrate the joy and love of the season, I want to express my gratitude to each of you for your contribution to our community, your generosity and support have made a significant impact.

Wishing you and your loved ones a blessed holiday season and prosperous New Year.

With warm regards
Kalyan Das
Treasurer GBFB
Barrackpore Diocese, CNI

২০১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস দমদম সেন্ট স্টিফেন্স চার্চের

ভারতের অন্যতম বিখ্যাত প্রাচীন ও ঐতিহাসিক গীর্জা হচ্ছে বারাকপুর ডায়োসিসের অধীন কলকাতা-দমদমের সেন্ট স্টিফেন্স চার্চ। গত ৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬ টার সময় পবিত্র উপাসনার মাধ্যমে মহাসমারোহে উদযাপিত হল ২০০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। গান, প্রার্থনা সহ অতিথি বরণ সম্মান, সম্বোর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী, দমদম লোকসভার সাংসদ মাননীয় অধ্যাপক ড. সৌগত রায়, রেভারেন্ড ডেভিড রায় (ভিপি), সুকল্যাণ হালদার (ডিএস), শ্রীমতি চৈতালী মন্ডল (ডিটি), স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিবৃন্দ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রেভারেন্ড অরবিন্দ মন্ডল।

শোলুয়া পাস্টোরেটে হস্তার্পন

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ডায়োসিসের দায়িত্ব নেবার পর থেকে ডায়োসিসের পরিচর্য্যা ও আত্মিক জাগরণ এবং সার্বিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটি বিষয় যথা সময়ে নিয়ম অনুযায়ী তিনি করে চলেছেন। গত ৩ তারিখে শোলুয়া পাস্টোরেটের মালিয়াপোতা গ্রামের সেন্ট লূকস্ চার্চে অনুষ্ঠিত হল পবিত্র হস্তার্পন সাক্রামেন্ট। এই দিন মাননীয় বিশপ দীক্ষাপ্রার্থীদের আহ্বান জানান যেন তারা আগামী দিনে যেন দায়িত্বশীল প্রার্থনাশীল সাক্ষ্যময় সভ্য হয়ে ওঠে ও ডায়োসিসের উন্নয়নে সামিল হয়। মোট ৩৪ জন হস্তার্পিত হয়েছে। সাহায্য করেন রেভারেন্ড অমিতাভ সরকার, রেভারেন্ড সুজয় কুমার বিশ্বাস। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রেভারেন্ড স্বপন কুমার মন্ডল এবং ১৫০ জন ভক্ত মন্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

কেওড়াপুকুর সেন্ট পল'স চার্চে ১৬৮তম ফাউন্ডেশন ডে ও হস্তার্পন

বারাকপুর ডায়োসিসের অধীন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক চার্চ হচ্ছে কেওড়াপুকুর সেন্ট পল'স চার্চ। একদা লন্ডন মিশনারী সোসাইটির হাত ধরে শুরু হয়েছিল মিশন কাজ অর্থাৎ অন্ধকার এবং পিছিয়ে পড়া জনজীবনে আলো ছড়িয়ে দেবার কাজ। যে কাজ বর্তমানেও চলছে এবং আরো তার গতি বৃদ্ধি পেয়েছে মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর সৌজন্যে। গত ৪ঠা নভেম্বর ১৬৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হল মহাসমারোহে। পবিত্র প্রভুর ভোজের উপাসনায় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ও ডায়োসিসান নেতৃত্ব। প্রত্যেকের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা সম্মান জানানো হয়। মাননীয় বিশপ আত্মিক উপদেশ দেন উপস্থিত ভক্তমন্ডলীর প্রতি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পিআইসি রেভারেন্ড দীপেন্দু প্রামানিক।

ঐদিন পবিত্র হস্তার্পন সাক্রামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বিশপ ৪৩ জনকে হস্তার্পিত করেন। ছেলে ২০ জন ও মেয়ে ২৩ জন ছিল।

ঝাঝরা পাস্টোরেটে সর্ব্ব সাধুর দিন উদযাপন

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অন্যতম প্রাচীন চার্চ হচ্ছে ঝাঝরা অল সেন্ট চার্চ। গত ১লা নভেম্বর সকাল ৭ টার সময় পবিত্র উপাসনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত অল সেন্টস ডে। ঐদিন সকালে মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী পবিত্র উপাসনায় অংশগ্রহণ করেন প্রধান অতিথিরূপে। তিনি প্রাসঙ্গিক উপদেশ দিয়ে উপস্থিত ভক্তমন্ডলীকে আত্মিকভাবে উদ্দীপিত করেন ও পবিত্র প্রভুর ভোজ সম্পাদনা করেন।

শোলুয়া পাস্টোরেটে সর্ব আত্মার দিন উদযাপন

২২ ।। আমাদের রানাঘাট পাস্টোরেটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।। জনসন সন্দীপ

জনসন সন্দীপের লেখা প্রকাশিতব্য 'নদীয়া জেলায় খৃষ্টধর্মের ইতিহাস' নামক বই থেকে পাওয়া নির্বাচিত অংশ নিয়ে এটা লেখা হল। রানাঘাটের প্রোটেষ্টান্ট মিশন ও মিশনারী কার্যকলাপের বিষয়ে জানতে গেলে যার কথা প্রথমেই আসে তিনি হচ্ছেন বিশেষ স্মরণীয় ভক্তিভাজন – 'জেমস মনরো'।

রানাঘাট সেন্ট লূকস চার্চ গীর্জাঘরের ভিতরে যে স্মৃতি ফলকটি আছে তার থেকে জানা যায় –

This Church Has Been Erected
To The Glory Of God By Some Of The Members
Supporters Of The Pioneer Ranaghat Medical
Which Founded in 1891
By
JAMES MONRO Esq. C.B
Formerly of the Bengal Civil Service
Was directed by him Until it's Transfer
To the Church Missionary Society
on Jan 1st 1906

ইতিপূর্বে রানাঘাট, চাকদহ, শান্তিপুর তিনটি থানা নিয়ে শান্তিপুর সাব ডিভিশন ছিল কিন্তু ১৮৬৩ খৃ: রানাঘাটে হেডকোয়ার্টার স্থানান্তরিত করা হয় এবং ঐ বছর থেকে রানাঘাট সাব ডিভিশন হয়। ১৮৬৪ খৃ: রানাঘাট মিউনিসিপ্যালিটি ঘোষিত হয়। রানাঘাট সদর শহরে বহু খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করতে থাকে। এরা প্রধানত এখানে এসেছিল নদীয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চাকরী সূত্রে। বিশেষত শিক্ষা ক্ষেত্র, সরকারী বিভিন্ন পদের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী রূপে। রানাঘাট সদর শহরে বসবাসকারী খৃষ্টানদের মধ্যে দুই শ্রেণীর খৃষ্টান মানুষ বসবাস করত। এদের মধ্যে একশ্রেণী ছিলেন ইউরোপীয় শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ছিলেন দেশীয় ধর্মান্তরীত বাঙ্গালী খৃষ্টান। নদীয়া জেলাতে নীল চাষকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে যেমন ইউরোপীয়দের প্রবেশ ঘটেছিল সেই ভাবে রানাঘাটের উপকণ্ঠে নদী কেন্দ্রিক গ্রামীন অঞ্চলে কোথাও কোথাও ইউরোপীয়দের নীলকুঠি নির্মিত হতে থাকে। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরকে কেন্দ্র করে ১৮৩৪ খৃ: পর থেকে খৃষ্টান মিশনারীদের অভ্যুত্থান ঘটে গিয়েছিল। যীশুর বাণী ও সুসমাচার রানাঘাটেও পৌছে গিয়েছিল উনিশ শতকের প্রথম অর্ধের শেষের দিকে।

রানাঘাট দয়াবাড়ী হাসপাতাল

রানাঘাট দয়াবাড়ী মন্ডলীর অতীত ইতিহাস আলোচনার এই অংশটি জনসন সন্দীপ এর গবেষণা পত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী লিখিত হল। ১৮৯০ খৃ: বৃটিশ সরকারী কর্মচারী মি. জেমস মনরো অবসরপ্রাপ্ত বেঙ্গল সিভিল সার্ভিশ ছিলেন। একসময় নদীয়া জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। যীশু খৃষ্টের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন সপরিবারে। C.M.S অর্থাৎ চার্চ মিশনারী সোসাইটির পরামর্শে মিশন কাজ শুরু করেন। রানাঘাট মিশনের যাবতীয় কাজকর্ম চার্চ মিশনারী সোসাইটির মতানুযায়ী চলছে দেখে ১৯০১ খৃ: তদানিন্তন কলিকাতা ডায়োসিসের বিশপ এড্ওয়ার্ড কওয়েল ওয়েলডন রানাঘাট মিশন কেন্দ্রটি চার্চ মিশনারী সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯০৫ খৃ: পর্যন্ত মি. মনরো উক্ত মিশনের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করার পর ১৯০৬ খৃ: সি.এম.এস. এর হাতে হস্তান্তর করেন। ১৮৯০ খৃ: মনরো প্রথমে রানাঘাট শহরে ভাড়া ঘর নিয়ে সপরিবারে সেবাকাজে অংশগ্রহণ করেন। মনরো নদীয়া জেলার প্রাক্তন প্রশাসনিক ইনচার্জ ছিলেন। তাই তিনি এই জেলাকে যেমন ভালোভাবে জানতেন তেমনি ভালোবেসেছিলেন। অতএব এই জেলার দরিদ্র এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের সেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং অবসর জীবনে তিনি সময়কে ব্যয় করেন এক মহান আদর্শে। বিভিন্ন ধরনের সেবাকাজ তিনি চালাতে থাকেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। প্রধানত কর্মচারী নিয়ে তিনি নানারকম সমস্যায় পড়েন। কর্মচারী নিয়ন্ত্রণ করাটা হয়ে উঠেছিল কঠিন। কাজের পরিসর বাড়তে থাকে তাই তিনি যখন বুঝলেন যে ভাড়া ঘর নিয়ে বেশিদিন এই এত বড় সেবাকাজ চালানো সম্ভব নয়। তাই তিনি মনস্থির করেন এই কর্মকান্ডকে স্থানান্তরিত করা দরকার। তাই তিনি ১৮৯২ খৃ: রানাঘাটের এক মাইল দক্ষিণে জীবনের অর্জিত সর্বস্ব ব্যয় করে ৩৩ বিঘা জমি কেনেন। ১৮৯৪ খৃ: মেডিক্যাল মিশনের শুরুতে একটি ডিসপেনসারি এবং একটি হাসপাতাল খোলা হয়। প্রথম নয় মাস বিনামূল্যে চিকিৎসা জনিত পরামর্শ এবং ওষুধপত্র দেওয়া হয়। এই মধ্যবর্তী সময়ে (২৮০০০) আটাশ হাজার আউট পেশেন্ট এসেছিল। এর মধ্যে ৪৯ জন হাসপাতালে ভর্তি হয় চিকিৎসার জন্য। এই মিশনের সঙ্গে যুক্ত করা হয় একটি স্কুল খোলার মধ্য দিয়ে এবং রবিবারে উপাসনা ও বাইবেল ক্লাস শুরু হয়। এখানে একটি ছোট গ্রামীন খৃষ্টীয়ান অঞ্চল গড়ে ওঠে মনরোর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। এই হাসপাতালের নাম দিলেন 'House of Grace' বা বাংলায় 'দয়াবাড়ী' নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ঐ অঞ্চলে। ১০০০ রোগীকে বহির্বিভাগে দেখার জন্য 'ওয়েটিং শেড' তৈরী করা হয়। অপারেশনরুম এবং স্টোরহাউস সহ ৪০টি বেডের রুম যুক্ত নতুন হাসপাতাল ভবনটি গড়ে ওঠে। অবিবাহিত পুরুষ কর্মীদের জন্য ছিল আলাদা থাকার স্থায়ী ব্যবস্থা। আটাশ হাজার আউট পেশেন্ট এসেছিল। এর মধ্যে ৪৯ জন হাসপাতালে ভর্তি হয় চিকিৎসার জন্য। এই মিশনের সঙ্গে যুক্ত করা হয় একটি স্কুল খোলার মধ্য দিয়ে এবং রবিবারে উপাসনা ও বাইবেল ক্লাস শুরু হয়। এখানে একটি ছোট গ্রামীন খৃষ্টীয়ান অঞ্চল গড়ে ওঠে মনরোর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে।

রেভারেন্ড জেমস বেন্টলি মনরো, Esq. C.B

রানাঘাট সেন্ট লূক'স চার্চ

দেবগ্রাম সেন্ট অ্যান্ড্রুজ চার্চ

রেভারেন্ড ডা: চার্লস জর্জ মনরো

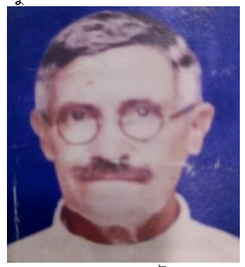

রেভারেন্ড ডা: আর. এইচ কুপার

৬৮ তম বারাকপুর ডায়োসিসান ফেস্টিভ্যাল

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর উৎসাহ – অনুপ্রেরণায় এবং সুপরিকল্পনায় ৬৮ তম বারাকপুর ডায়োসিসান ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হলো ২৪শে নভেম্বর। চিরাচরিত প্রথা ভেঙ্গে এই বছরেও রবিবার সকাল ১১ টার সময়ে সেন্ট বারথলোমেয় ক্যাথিড্রালে। শোভাযাত্রা করে ক্যাথিড্রালে পৌছান মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ও প্রধান অতিথি বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং এবং অবসরপ্রাপ্ত বিশপ ব্রজেন মালাকার ও অন্যান্য অতিথিবর্গ, ক্লার্জিগণ, পাস্টোরেটের প্রতিনিধি, ডায়োসিসের নেতৃত্ব, স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ, মহিলা সমিতি, যুব সমিতি। অত্যন্ত প্রাণবন্ত মনোগ্রাহী হৃদয়স্পর্শকারী প্রভুর বাক্য প্রচার করেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ও ড. পরিতোষ ক্যানিং। উপাসনার শেষে দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান শুরু হয় 'বিশপ ব্রায়ান মুক্ত মঞ্চে'। আমন্ত্রিত অতিথিদের ডায়োসিসের পক্ষে উপহার এবং উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করা হয় এবং প্রাক্ বড়দিন ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানো হয়। আগত অতিথিগণ মাননীয় বিশপকে ধন্যবাদ শুভেচ্ছা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। ক্যাথিড্রালের মাঠে মুক্ত মঞ্চে খৃষ্টীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ডায়োসিসান সান্ডে স্কুল কমিটির পরীক্ষার পুরস্কার দেওয়া হয়। ৩৩ টি স্টলে বিভিন্ন খৃষ্টীয় সংস্থা উপস্থিত ছিল। বহু মানুষের আনন্দময় উপস্থিতি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত বছর থেকে অতিথিদের আলাদাভাবে খাদ্যগ্রহণের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আগত দূরবর্তী সভ্য-সভ্যাদের কথা ভেবে বিকাল ৪.৩০ মিনিটে উৎসব অনুষ্ঠান শেষ হয়। সাত হাজারের বেশি সভ্য-সভ্যাগণ ফেস্টিভ্যালে উপস্থিত হয়েছিলেন।

গত ২রা নভেম্বর শোলুয়া পাস্টোরেটের মালিয়াপোতা মন্ডলীর কবরস্থানে অলসোলস ডে উপলক্ষে মাননীয় বিশপ বিকাল ৩.৩০ মিনিটে পবিত্র উপাসনায় উপস্থিত হন এবং উক্ত দিনের প্রাসঙ্গিক শিক্ষা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন তাঁর উপদেশ দানের মাধ্যমে এবং উপস্থিত উপাসকমন্ডলী মানসিকভাবে শান্তি দেন। এই পবিত্র উপাসনায় ২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।
বিকাল ৫ টায় মাননীয় বিশপ বালিউড়া গ্রামের সেন্ট মার্কস মন্ডলীতে অলসোলস ডে উপলক্ষে উপাসনায় উপস্থিত থাকেন এবং পবিত্র উপদেশ দানের মাধ্যমে ভক্তমন্ডলীকে জাগতিক শিক্ষায় আশারবাণী দেন। এই উপাসনায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন। উপাসনার পরে মাননীয় বিশপ লোকাল চার্চ কমিটির সাথে একটি মিটিংএ অংশগ্রহণ করেন ও সুপরামর্শ এবং মতামত দেন। এছাড়া আরো চারটি চার্চের উপাসনায় তিনি যোগ দেন।

যুব সম্মেলন হলো জিয়াদারগোট পাস্টোরেটে

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী বারাকপুর ডায়োসিসের প্রতিটি স্তরে উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। তার সুপরিকল্পনায় এবং উদ্যোগে গত ৯ তারিখে জিয়াদারগোট পাস্টোরেটের রামজী মেমোরিয়াল চার্চে একদিনের যুব সম্মেলন (one day youth conference) অনুষ্ঠিত হল।
সকাল ১০ টার সময় এই সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় বিশপ প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। শ্রদ্ধেয় বিশপ প্রভুর বাক্য পরিবেশন করেন উপস্থিত যুব প্রতিনিধিদের জন্য যা এই সম্মেলনের জন্য অতি শিক্ষণীয় উপাস্থাপনা ছিল। গান, প্রার্থনা, কুইজ কম্পিটিশন বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । দুপুরের আহারের পরে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। ১২টি পাস্টোরেট থেকে ৮০ জন যুব প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিল।

বিষ্ণুপুর সি এন আই চার্চের ৪৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস

কেওড়াপুকুর পাস্টোরেটের অন্তর্গত বিষ্ণুপুর CNI চার্চের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হল মহাসমারোহে । ঐদিন সকাল ১০ টায় পবিত্র প্রভুর ভোজ সম্পাদনা করেন মাননীয় বিশপ এবং সুন্দর মনোগ্রাহী উপদেশ পরিবেশনের মাধ্যমে উপস্থিত সকল খৃষ্টভক্তদের আত্মিকভাবে তৃপ্ত করেন । মাননীয় বিশপকে মন্ডলীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা সম্মান জানানো হয়। প্রায় ১২০ জন উপস্থিত খৃষ্টভক্তের সামনে একজন মহিলাকে বিশপ মশাই অবগাহন দেন। উপাসনার পরে বিশপ মশাই সকলের সাথে প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করেন।

রানাঘাট সেন্ট স্টিফেন'স স্কুলের নতুন ভবন

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী বারাকপুর ডায়োসিসের বিশপরূপে দায়িত্ব পাবার পর থেকে প্রতিটা স্তরের উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি নিষ্ঠার সাথে কাজ করে চলেছেন যেমন একজন স্নেহশীল পিতা তার প্রিয় সংসারটিকে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করেন ও একটু একটু করে সমৃদ্ধশালী করে তোলেন তেমনি মাননীয় বিশপ ডায়োসিসের অভ্যন্তরে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নের বিষয়ে অতি যত্নের সাথে কাজ করছেন । ডায়োসিসের নদীয়া জেলার রানাঘাটের সেন্ট স্টিফেন'স স্কুলের নতুন একটি ভবনের প্রবেশ অনুষ্ঠানের জন্য তিনি গত ১৪ তারিখে উপস্থিত থেকে আশীর্বাদ করেন।

সিনোড লেভেল ফেস্টিভ্যালে ডায়োসিসের প্রতিনিধি

চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়ার উড়িষ্যার ফুলবানি ডায়োসিসের পরিচালনায় ও উদ্যোগে গত ১৪-১৬ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো 'সিনোড লেভেল ফাস্টিং অফ প্রেয়ার' দাড়িঙবাড়িতে । এই মহৎ অনুষ্ঠানে মাননীয় বিশপের উদ্যোগে বারাকপুর ডায়োসিসের পক্ষে তিনজন প্রতিনিধিকে পাঠান । তারা হলেন রেভারেন্ড ত্রিদিব গায়েন, রেভারেন্ড অজয় সরদার, রেভারেন্ড গৌতম সরদার।

কাকদ্বীপ পাস্টোরেটের নতুন ফেলোশিপ

মাননীয় বিশপের উদ্যোগে ডায়োসিসের নতুন মিশন ফিল্ড দিন প্রতিদিন বাড়ছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপ পাস্টোরেটের অন্তর্গত ঢোলা থানার চারটি অঞ্চলে নতুন চারটি মন্ডলী স্থাপিত হয়েছে। সেখানে বর্তমানে হাউস ফেলোশিপের মাধ্যমে মন্ডলীগুলি পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে ইভানজেলিষ্ট নির্মল মান্না ও রেভারেন্ড পবিত্র ঘোষ পরিচর্য্যার দায়িত্বে আছেন। গত ৫ই নভেম্বর মাননীয় বিশপ এই ফিল্ড ভিজিট করেন। এখানে তিনি ফেলোশিপে অংশগ্রহণ করেন। ফেলোশিপের পক্ষে মাননীয় বিশপকে সম্মান শুভেচ্ছা জানানো হয়। ফেলোশিপগুলি হলো – পূর্ণচন্দ্রপুর এলাকা, থানা ঢোলা, জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, প্রধান লিডার – চন্দন মাইতি ১। নং ঘেরি মন্ডলী, স্থানীয় লিডার – আলপনা দে, পরিবারের সংখ্যা – ৩৬টি, মোট সদস্য সংখ্যা ৯২ জন। ২। নং ঘেরি মন্ডলী প্রধান লিডার মাধবী মাইতি, পরিবারের সংখ্যা ৩০টি, মোট সদস্য সংখ্যা ৭৮ জন। ৩। নং ঘেরি মন্ডলী স্থানীয় লিডার সুষমা মাইতি, পরিবারের সংখ্যা ২৮টি, মোট সদস্য সংখ্যা ৭২ জন। ৪। উত্তর কাশিয়াবাদ মন্ডলী, স্থানীয় লিডার শ্যামল মাইতি, পরিবারের সংখ্যা ৩৭টি, মোট সদস্য সংখ্যা ৯৫ জন।

চিলড্রেন্স ডে'তে বিশপ যোগ দিলেন

গত ১৪ তারিখে দমদম পাস্টোরেটের উদ্যোগে ও সুপরিকল্পনায় চিলড্রেন'স ডে পালিত হলো দমদম সেন্ট স্টিফেন্স চার্চে। গান, প্রার্থনা, নৃত্য পরিবেশন করে বাচ্চারা। মাননীয় বিশপ বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে খুব সুন্দর মনোগ্রাহী উপদেশ দেন ও আশীর্বাদ করেন সেই সাথে মাননীয় বিশপ বিশ্বের সকল শিশুদের সুস্থতা, শিক্ষা, সুস্বাস্থ্যতা, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার জন্য যীশুবাবার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করেছেন।

শিক্ষার উন্নয়নে দেউলবাড়ি ভিজিট করলেন বিশপ

সুন্দরবন অঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কুলতলি থানার জয়নগর থেকে প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ কিলোমিটার দূরে দেউলবাড়ি নামে একটা গ্রাম আছে। এই গ্রামীণ অঞ্চলের শিক্ষার উন্নয়নে মাননীয় বিশপের উদ্যোগে ও সুপরিকল্পনায় একটা নতুন স্কুল খোলার জন্য মাননীয় বিশপ গত ২১ তারিখে হাবড়া সেন্ট স্টিফেন্স স্কুলের প্রিন্সিপাল ও দমদম সেন্ট স্টিফেন্স স্কুলের রেক্টর শ্রী হীরক মন্ডলকে সঙ্গে নিয়ে ভিজিট করেন। দেউলবাড়ি সুন্দরবনের নদীমাতৃক একটি মনোরম বনাঞ্চল। এইখানে একটা স্কুল আছে যেটা তারা ভিজিট করেন। এই স্কুলে ৯১ জন ছাত্রছাত্রী আছে এবং ৫ জন স্টাফ আছে এবং বাংলা মিডিয়াম স্কুলটি ডায়োসিসের পরিচালনাধীন হবে। হাবড়া সেন্ট স্টিফেন্স স্কুলের মাধ্যমে দেউলবাড়ি সেন্ট স্টিফেন্স বাংলা মিডিয়াম স্কুলটি পরিচালিত হবে। স্কুল সংলগ্ন অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষ এরা বেশিরভাগ মধু, মাছ, কাঁকড়া জঙ্গলে ও নদীতে সংগ্রহ করতে যায় ও জীবন জীবিকা চালায়। দেউলবাড়ি স্কুলে গেলে তারা জঙ্গলে ঘুরতে যেতে পারবে ও সুন্দরবন পর্যটন কেন্দ্র আছে।

পুরোহিত এবং অফিসকর্মীদের ফ্যামিলি গেটটুগেদার কালিম্পং-এ

গত ২৬-৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত পুরোহিত এবং অফিসকর্মীদের ফ্যামিলি গেটটুগেদার মনোপ্রীতিভাবে অনুষ্ঠিত হলো কালিম্পঙের নাইন্থ মাইলের 'সুদ'স হিমালয়ান ভিস্তা' হোটেলে এবং বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখার মধ্য দিয়ে। মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় এবং সুপরিকল্পনায় এই অনুষ্ঠান হয়। মাননীয় বিশপ চান যে তার ডায়োসিসের সকল পুরোহিতগণ এবং অফিসকর্মীগণ তারা কর্মব্যস্ত জীবনে যেন পরিবারের সাথে কয়েকটি দিন একত্রে কাটিয়ে পুনরায় মানসিকভাবে যেন কর্মদ্যোগী হয়ে মন্ডলীর সেবা ও ডায়োসিসের সেবা সুন্দরভাবে করতে পারে। এই কয়েকটি দিন মাননীয় বিশপ ও তার কনিষ্ঠা কন্যা সুশোভিতা চক্রবর্তী উপস্থিত থেকে ডায়োসিস পরিবারের একজন যত্নশীল প্রধানকর্তা পিতা হয়ে প্রত্যেককে খুব আনন্দ দিয়েছেন তেমনি পরম মমতায় প্রত্যেকটি বিষয়ে যেমন পার্সোনাল ভাড়া করা গাড়ীতে করে ভ্রমণস্থানে যাতায়াত, স্ট্যান্ডার্ড হোটেলে থাকার সুবন্দোবস্ত, সময়মত সুআহার, প্রভৃতি বিষয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন পুরোহিত ও অফিসকর্মীগণ ও তাদের ছেলে মেয়েরা। মাননীয় বিশপ সকলের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। সকালের ও সান্ধ্যকালীন প্রার্থনাসহ খ্রীস্টমাস অনুষ্ঠান ও গিফট এক্সচেঞ্জও করা হয় নিজেদের মধ্যে। মাননীয় বিশপ আমাদের জীবনে সুসমাচার বিষয়ক প্রাসঙ্গিক ও বাস্তবিক মনোগ্রাহী উপদেশ দেন। সামগ্রিক ভ্রমণ অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে হয়েছিল। মাননীয় বিশপ ভ্রমণ শেষে ট্রেনের স্লিপার কোচে পুরোহিত ও অফিসকর্মীদের সাথে ফিরে আসেন এবং সুবিধা অসুবিধার তদারকি করেন যত্নের সাথে।